রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

১ম অধ্যায়

১। স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বর জীবকূলের উপর প্রভুত্ব করেন। ঈশ্ব মহাবিশ্ব থেকে শুরু করে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। দেব-দেবীরা সকলেই ঈশ্বরের সাকার রূপ। আমরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে দেবদেবীর পূজা করি।

ক. ঈশ্বর প্রধানত কয়টি গুণে গুণান্বিত?
খ. বিষ্ণুকে স্মরণ করলে কী হয়?
গ. দেবদেবীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সৃষ্টির শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্রষ্টার ভূমিকা অপরিসীম-বিশ্লেষণ কর।

২। অনিল তার স্কুলের ধর্ম বই পড়ছে। সে শব্দ করে পড়ার মাধ্যমে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক মুখস্ত করছে। ছোট ভাই বলয় পড়া শুনে তার কাছে জানতে চায়-দাদা, আত্মা কী? অনিল তখন বলয়কে জীবদেহ ও আত্মার সম্পর্ক বুঝিয়ে বলে। সে আরও জানায়, মানুষের জন্ম-মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

ক. 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কী?
খ. শিবকে নটরাজ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বলয় তার দাদা অনিলের কাছ থেকে জীবদেহ ও আত্মা সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করে তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ বক্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। বিষু তার মায়ের কাছে জানতে চায়, দিনে সূর্যের আলো, রাতে চাঁদের জোছনা, তারার মেলা, সাগরের জল, মাটি, বাতাস-এ সবকিছু কীভাবে কার দ্বারা সৃষ্টি হলো। মা উত্তরে বলেন, এসব একজনই তৈরি করেছেন। তিনি সবার চেয়ে আদি পুরুষ, তাঁর রূপের কোনো শেষ নেই।

ক. অবতার কী?
খ. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
গ. বিষুর বর্ণনামতে নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির ধারণা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে বিষুর মায়ের উত্তরটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪। সাগর এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তার মাকে প্রণাম করলে মা তাকে বললেন, তোমাকে যে সৃষ্টি করেছেন, পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বে তার কথা স্মরণ করবে। তিনিই তোমাকে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে রক্ষা করবেন। তিনি সর্বত্র বিরাজিত এবং সর্বশক্তিমান।

ক. শাশ্বত ক্ষমতা ও শক্তির আধার কে?
খ. উপাসনা কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের সাগরের মায়ের পরামর্শের আলোকে ব্রহ্মরূপে স্রষ্টার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'বেদ অনুসারে বলা যায়: সাগর যাকে স্মরণ করবে তিনি নিরাকার এবং নিশ্চল,-পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

২য় অধ্যায়

১। ঈশ্বরের পূর্ণরূপ মানুষের ধারণার অতীত। তবে অবতার পুরুষের মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারে। অবতার ভগবানেরই এক মুক্ত প্রকাশ। হিন্দুধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী।

ক. কে বেদ উদ্ধার করেন?
খ. পৃথিবীতে অবতার এসে কী কী করে থাকেন?
গ. 'অবতার ভগবানেরই এক মুক্ত প্রকাশ'-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'হিন্দুধর্ম মূলত একেশ্বরবাদী-'মূল্যায়ন কর।

২। দেব একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার বয়স ৭৫ বছর। তিনি সংসারে থেকেও অত্যন্ত সংযমী। তিনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রের হাতে অর্পণ করেন। মন্দিরে মন্দিরে ঈশ্বর ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এতেও তার আত্মতৃপ্তি হয় না বিধায় তিনি জীবনের পরমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

ক. প্রাণায়াম কী?
খ. জ্ঞানযোগ বলতে কী বোঝায়?
গ. দেব সংসার থেকে জীবনের কোন স্তরে অবস্থান করছেন তা তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জীবনের পরমপ্রাপ্তি লাভে দেবের সিদ্ধান্তটি ছিল যৌক্তিক। তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৩। হরিহর গ্রামের অনিলা দেবী বড় মা হিসেবে খ্যাত। বড় মা নিয়মিত মন্দিরে গিয়ে ধর্মচর্চা করেন। তিনি নিয়মিত উপাসনা করেন এবং গীতা পাঠও করেন। একদিন তিনি তার অনুসারীদের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সম্পর্কে বোঝাচ্ছিলেন। সতিনি বললেন, জ্ঞান পরম পবিত্র, জ্ঞানলাভের জন্য আমরা সবাই যত্নশীল হব। তিনি আরও বলেন, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও মোক্ষলাভের জন্য যে কর্ম করা হয় তাই কর্মযোগ। নিষ্কামকর্মে মোক্ষলাভ হয়।

ক. বানপ্রস্থ কী?
খ. গার্হস্থ্য আশ্রম বলতে কী বোঝায়?
গ. অনিলা দেবীর জ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "নিষ্কামকর্মে মোক্ষলাভ হয়"-উদ্দীপকের এ বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

৪। তন্ময় বাবুর ছেলে দেবাশীষ সবেমাত্র ব্রহ্মচর্য শেষ করে গৃহে ফিরেছে। লম্বা চুল, মলিন কাপড়, শীর্ণকায় চেহারা দেখে পাড়ার সবাই তাকে চিনতে পারছে না। সবাই তাকে দেখে কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে রয়েছে। এমন তাকানো দেখে দেবাশীষ তার বাবার প্রতি খুব রাগ করল। সে তার বাবাকে ভুল বুঝতে লাগল। পরবর্তীতে আর কোনো দিন দেবাশীষ গুরুগৃহে ফিরে যায়নি।

ক. প্রাণায়াম কী?
খ. প্রত্যাহার বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের দেবাশীষের মতো ব্রহ্মচর্য পালন করতে হলে আমাদের কী নিয়ম মেনে চলতে হবে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. দেবাশীষের গুরুগৃহে ফিরে না যাওয়ার কারণটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষন কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

৩য় অধ্যায়

১। দশম শ্রেণির ছাত্র সুনিল পহেলা বৈশাখের সকালে ইলিশ পান্তা খাওয়ার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলের সাথে আনন্দ উপভোগ করে। এ আনন্দ উৎসব তার কাছে ছিল মহামিলন মেল।

ক. পুণ্যস্থান কী?
খ. হালখাতা কখন ও কী উদ্দেশ্যে পালন করা হয়?
গ. সুনিল গ্রামে যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আরো কয়েকটি উৎসব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সুনিলের অংশগ্রহণকৃত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে তার শিক্ষা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিল্লেষণ কর।

২। সাধন তার অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। বিকেলে সে স্বামীবাগে অনুষ্ঠিত শ্রী-শ্রী জগন্নাথ দেবের যাত্রা উৎসবে বন্ধুদের সাথে অংশগ্রহণ করবে। কারণ সে জানে এ উৎসবের সময় ভগবানই ভক্তের কাছে নেমে আসেন। এ উৎসবে অংশগ্রহণে পুণ্য হয়। তাছাড়া সকলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ভুলে এক মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। এ উপলক্ষে নানা পণ্যের মেলাও বসে। রথের মেলা একদিকে ধর্মীয় উৎসব, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

ক. ধর্মাচার কী?
খ. নবান্ন বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের সাধনের রথে অংশগ্রহণের উৎসাহ থেকে হিন্দু সমাজ কী শিক্ষা নেবে?
ঘ. "রথের মেলা একদিকে ধর্মীয় উৎসব, অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।"- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

৩। অর্ণব ছায়ানটের একজন সংগীতশিল্পী। নতুন বছর বরণ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি ছায়ানট বিভিন্ন কর্মসুচি হতে নেয়। রমনার মূলে ছায়ানটের সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এটি ধমীয় অনুভূতির পাশাপাশি পেয়েছে সর্বজনীনতা। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় মেলা, সার্কাস বসে। বর্ষবরণ উপলক্ষে ব্যবসায়ীরা হালখাতা করে, এতে পুরোনো বছরের হিসাব চুকিয়ে নতুন বছরে জন্য নতুন খাতা খোলা হয়। হালখাতা বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব।

ক. হাতেখড়ি অনুষ্ঠান কখন করা হয়?
খ. গৃহপ্রবেশ বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বাংলার যে উৎসবের কথা বলা হয়েছে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "হালখাতা বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব।"- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪। ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান মূলত একইসূত্রে গাঁথা। ধর্মাচার ব্যতীত ধর্মানুষ্ঠান হয় না। আবার ধর্মানুষ্ঠান করতে হলে ধর্মাচার অবশ্য কর্তব্য। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব রয়েছে।

ক. ধর্মাচার কাকে বলে?
খ. বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব- ব্যাখ্যা কর।
গ. রথযাত্রা কীভাবে সার্বজনীন উৎসব হিসেবে রূপলাভ করেছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক-কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

৪র্থ অধ্যায়

১। মিতেশ অফিসে বসে কাজ করছিল। দুপুরে সহকর্মী জানতে চাইল সে খাবে কি-না। তখন মিতেশ বলল আমার কাকা গত পরশু মারা গেছেন, তাই আমি শরীরে পবিত্রতা অর্জন করছি। তখন নন্দ বলল, গতকাল ভাইয়ের ছেলে হয়েছে, আমিও জননাশৌচ করছি। তখন তারা কিছু ফল খেয়ে দুপুরের আহার সম্পন্ন করে এবং বলে ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অশৌচ পালনের তাৎপর্য অপরিসীম।

ক. অশৌচ কী?
খ. অশৌচ পালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে উক্ত ব্যক্তিদের অশৌচ পালনের মধ্যকার তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. "ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের অশৌচ পালনের তাৎপর্য অপরিসীম।"– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২। শ্রাবণি আজ সকাল থেকে ভীষণ উৎফুল্ল। কারণ আজ তার শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে। আজ বন্ধুরা সবাই এই পোশাক পরে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবে। টিএসসি-তে বন্ধুরা সবাই মিলে ছবি তুলবে। অনেক আনন্দ করবে। তারপরও তার মনট খারাপ হয়ে যখন সে ভাবে বন্ধুদের ছেড়ে চলে যেতে হবে; ছাত্রজীবন ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হবে।

ক. মৃত্যুর পর তুলসীতলায় কী দিতে হয়?
খ. মানুষ মারা গেলে কীভাবে অশৌচ পালন করতে হয়?
গ. উদ্দীপকে শ্রাবণির উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ এবং কর্মকান্ড থেকে পরবর্তী ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা কী শিখতে পারবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেরে ক্ষেত্রে উক্ত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩। বর্ষা তার বান্ধবী বিপাশার বিয়ে দেখতে বিজয়নগর গিয়েছিল। হিন্দু বিবাহ কোনো চুক্তি নয়, বরং জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। শুভলগ্নে নারায়ন, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ক. শ্রাদ্ধের প্রবর্তক কে?
খ. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
গ. বিপাশার বিবাহের আশীর্বাদ উল্লেখপূর্বক আশীর্বাদ পর্বটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর
ঘ. বিপাশার বিয়েতে গায়ে হলুদ পর্বটির কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তুমি কি মনে কর? মতামত দাও।

৪। মনুষ্য জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋষিরা ধর্মীয় আচার আচরণ ও সামাজিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রে হিন্দু বিধিবিধান প্রার্থিত আছে।

ক. সংস্কার কাকে বলে?
খ. দশবিধ সংস্কারসমূহ কী?
গ. হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোন সংস্কারটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কেন?
ঘ. "বিবাহ মানুষের সামাজিক জীবনের পূর্ণতা প্রদান করে।" বিবাহের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

৫ম অধ্যায়

১। বেলি এ বছর বৃক্ষমেলা থেকে একটি বেল গাছের চারা ক্রয় করে বাড়ির আঙিনায় রোপন করেন। প্রতিদিন সে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছটি বড় করে তোলে। এ বছর দূর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে তার মেয়েকে এলাকাবাসী দেবীজ্ঞানে পূজা করে।

ক. দূর্গা দেবীর প্রণাম মন্ত্রটি লেখ।
খ. নবপত্রিকা কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
গ. বেলির ক্রয়কৃত গাছটি কোন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লেখিত পূজার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

২। হরিপুর বিদ্যালয়ের ধর্মের শিক্ষক পঙ্কজ বাবু ক্লাসে দেবদেবী নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি ক্লাসে যে দেবীর রূপ বর্ণনা করেছেন তার দশ হাত ও তিনটি চোখ আছে। বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপর অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। এ দেবীকে মহিষমর্দিনী বলা হয়।

ক. দেবী শীতলাকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
খ. শীতলপূজা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের পঙ্গজ বাবু যে দেবী সম্পর্কে বলেছেন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত দৌর রূপ বর্ণনা কর।
ঘ. উক্ত দেবীকে মহিষমর্দিনী বলা হয় কেন? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। নকুল বিজয়পুর গ্রামের অধিবাসী। হঠাৎ করে তার গ্রামে বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় গ্রামবাষী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পুরোহিতের পরণাপন্ন হয়। পুরোহিত বলেন, বিভিন্ন উপাচারে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্রের মাধ্যমে এক দেবীকে পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ক. ব্রাহ্মণদের পেশা কী?
খ. বোধন শব্দটি ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে যে দেবীর পূজার কথা বলা হয়েছে তার পূজা পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক জীবনে উক্ত পূজার প্রভাব মূল্যায়ন কর।

৪। দশমীর দিনে হয় দেবী দূর্গার প্রতিমা বিসর্জন। দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে। দেবীর বিদায় অনুষ্ঠানে দেবীকে সিদুর পরানো, পান খাওয়ানো পরবর্তী বছরে দেবীর আগমন কামনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। দেবীদুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ।

ক. বিজয়া দশমী কী?
খ. 'দেবী দুর্গা যেন ঘরের মেয়ে'-ব্যাখ্যা কর।
গ. বিজয়া দশমীতে তুমি কী করবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'দেবী দুর্গা দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ'-তাৎপর্য লেখ।

৫। জসিম তার বন্ধু অভিকের সাথে বেড়াতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে রমনা কালী মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়। জসিম যেহেতু মুসলিম তাই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। সে অভিককে প্রশ্ন করে, আচ্ছা দেবী এভাবে জিহ্বা বের করে আছে কেন? তখন অভিক জসিমকে দেবী কালীর উৎপত্তি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলে। সে আরও বলে দেবী সব আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করে সবার মঙ্গল করেন।

ক. ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক কে?
খ. লৌকিক দেবতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. জসিম অভিকের কাছ থেকে যে দেবী সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল তার পূজা পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।
ঘ. সব আসুরিক শক্তির বিনাশে উদ্দীপকে উল্লেখিত দেবীর ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১। অতি আধুনিকতায় ডুবে থাকা অদিত অষ্টাঙ্গযোগের উপকারিতা সম্পর্কে সদা সন্দিহান। তবে ব্যায়াম নিয়ে তার কোনো দ্বিধা নেই। মামা অভি ভাগ্নেকে ডেকে বলেন, ব্যায়াম শারীরিক সুস্থতা আনে ঠিকই, কিন্তু মানসিক প্রফুল্লতার জন্য দরকার অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন। সেই থেকে অদিত অষ্টাঙ্গযোগ গুরুত্বের সাথে অনুশীলন করে আসছে।

ক. মুক্তিলাভের বিশেষ উপায় কী?
খ. যোগসাধনা বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের অদিতের ব্যায়াম এবং তার মামার বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধর।
ঘ. উদ্দীপকের মামার বক্তব্যটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধর।

২। আধ্যাত্মিক যোগগুরু অসীম বলেন, অষ্টাঙ্গযোগ অনুসরণ ও অনুশীলনে মানুষের অশান্ত মন শান্ত হয় ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। অষ্টাঙ্গযোগ পালন করে অশান্ত মনকে বশে আনতে পারা যায় বিধায় শান্তির সৃষ্টি হয়। আত্মোন্নয়নে অপরিমেয় শক্তি লাভ করা যায়।

ক. সুখি হওয়ার নিশ্চিত পথ কোনটি?
খ. অষ্টাঙ্গযোগের ব্রহ্মচর্য ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. "আত্মোন্নয়নে অপরিমেয় শক্তি লাভ করা যায়"- তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অষ্টাঙ্গযোগ অনুসরণ ও অনুশীলনে আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায় বলে তুমি কি মনে কর? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি তুলে দর।

৩। অন্তরা ধর্মক্লাসে যোগসাধনা সম্পর্কে শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যোগাসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়। সে নিয়মিত এটি অনুশীলন করে। প্রথমে সে দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর শুধুমাত্র বাঁ পায়ে দাঁড়িয়ে হাতের তালু দুটি জোড়া করে হাত দুটি মাথার উপর নিয়ে যায়। এরপর শবাসনে বিশ্রাম নেয়। এ আসন অনুশীলনে সে অনেক সুফলও পাচ্ছে।

ক. হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে যোগ শব্দের অর্থ কী?
খ. বৃক্ষসনের উপকারিতা ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে অন্তরা যে আসন অনুশীলন করে তার অনুশীলন-পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকের অনুশীলনকৃত আসনটির প্রভাব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪। অনুজা প্রায়ই পেটের পীড়ায় ভোগে। তার অর্জীন, মেরুদন্ডে সমস্যা, যকৃতে সমস্যা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে তার ডাক্তার কাকার কাছে গেলে তিনি একটি আসন করার পরামর্শ দেন। এ আসনটি অনুশীলন করার পর সেসব সমস্যা থেকে মুক্তি পায়।

ক. আসন অর্থ কী?
খ. যোগাসনে 'তপ' বলতে কী বোঝায়?
গ. অনুজা কোন আসটি অনুশীলন করে-ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অনুজার অনুশীলনকৃত আসনটি শরীর ও মন সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর– পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি দাও।

৫। অভি মুক্তিলাভের জন্য সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন। তার সাধনার মূল লক্ষ্য হলো পরমাত্মার সাথে সংযোগ স্থাপন। তিনি যে সাধনা করেন তার জন্য আট প্রকার সাধন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। তার এ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে ধ্যানলব্ধ চিত্তে স্থিরতা গভীর হয়।

ক. প্রাণায়াম কী?
খ. বৃক্ষাসন বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকের অভি যে আট প্রকার সাধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা উল্লেখ কর।
ঘ. "উক্ত সাধনায় চিত্তে গভীর স্থিরতা আসে।" উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

শ্রেণি-দশম

প্রশ্ন ব্যাংক

৭ম অধ্যায়

১। শ্রীপুর রাজ্যে বিজয় নামে একজন আদর্শ রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বকালে যেন কেউ কখনও কোনোরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে এ ব্যাপারে তিনি সর্বদাই নজর রাখতেন। বিজয় তার স্ত্রী পারুলকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রজাদের সুখের কথা চিন্তা করে তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। অনেকেই রাজার এমন আত্মত্যাগের কারণে তাঁর রাজত্বকালকে রামের রাজত্বকালের সাথে তুলনা করেন।

ক. মূল মহাভরত গ্রন্থ কোন ভাষায় রচিত?
খ. "যথা ধর্ম তথা জয়"- বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকের বিজয়-এর রাজত্বকালের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রাজাকর শাসনামলের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. "রামের জীবন ছিল ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"-উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। রমার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি দেখে শিক্ষক তাকে শ্রেণি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেন। তার দায়িত্ব পালনে শিক্ষক এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী খুশি। কিন্তু হিংসাপরায়ণ হয়ে পলি ও তার তার কিছু বান্ধবী এটা মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। তারা তুলসীর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ালে শিক্ষক রমাকে সরিয়ে পলিকে দায়িত্ব দেন কিন্তু পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে শিক্ষক রমাকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন এবং অভিযোগকারীদের সংশোধিত হতে বলেন।

ক. মহত্ত্বের উৎস কী?
খ. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকের পলির চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের মহাভারতের কোন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর
ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষকের ভূমিকা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩। মহাভারত হিন্দুদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। কৌরব ও পান্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধ এর প্রধান উপজীব্য হলেও এতে যুক্ত হয়েছে বহু ধর্মীয় আখ্যান উপাখ্যান। এগুলো ধার্মিক ও অধার্মিকের পরিণাম প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মপথে পরিচালিত হবার শিক্ষা দেয়।

ক. কোন ধর্মগ্রন্থকে আদিকাব্য বলা হয়?
খ. নৈতিকতা গঠনে মহাভারতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
গ. কৌরবরা পান্ডবদের অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী হওয়ার পরেও যুদ্ধে তাদের পরাজয় কেন হয়েছিল, উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মহাভারতের শিক্ষা কীভাবে মানুষকে ধর্মপথে চালিত করে তা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৪। শিউলি দশম শ্রেণির ছাত্রী। সে তার বান্ধবীর বাড়িতে যাওয়ার পথে লোকজনের কান্নাকাটিতে বুঝতে পারে পাশের বাড়ির জেঠিমা মারা গেছেন। হঠাৎ তার জন্মমৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে জানতে কৌতুহল জাগে। পরবর্তীতে সে কৌতূহলবশত একজন পন্ডিতের কাছে যায়। তিনি শিউলিকে উপনিষদ পড়ার নির্দেশ দেন। সে এই গ্রন্থ পড়ে জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে।

ক. আপদধর্ম মহাভারতের কোন পর্বে বর্ণিত?
খ. আপদধর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. মনীষা কোন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জন্মমৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে উল্লেখিত গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমেই মনীষা জন্ম মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিল? মতামত দাও।